নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারূণ (আলাইহিমাস সালাম)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আশূরার ছিয়াম

ফেরাঊনের সাগরডুবি ও মূসার মুক্তি লাভের এ অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল ১০ই মুহাররম আশূরার দিন। এ দিনের স্মরণে আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ প্রতি বছর এ দিন একটি নফল ছিয়াম পালন করেন। এই ছিয়াম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। জাহেলী আরবেও এ ছিয়াম চালু ছিল। নবুঅত-পূর্ব কালে ও পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশূরার ছিয়াম রাখতেন। ২রা হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশূরার ছিয়াম মুসলমানদের জন্য ‘ফরয’ ছিল। এরপরে এটি নফল ছিয়ামে পরিণত হয়।[35] হিজরতের পর মদীনায় ইহুদীদের এ ছিয়াম পালন করতে দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমরাই মূসা (আঃ)-এর নাজাতে শুকরিয়া আদায় করার অধিক হকদার। আগামী বছর বেঁচে থাকলে আমি ৯ তারিখে (অর্থাৎ ৯ ও ১০ দু’দিন) ছিয়াম পালন করব’।[36] অন্য হাদীছে ১০ ও ১১ দু’দিন ছিয়াম পালনের কথাও এসেছে।[37] অতএব নাজাতে মূসার শুকরিয়া আদায়ের নিয়তে নফল ছিয়াম হিসাবে ১০ তারিখ সহ উক্ত দু’দিন অথবা কেবল ১০ই মুহাররম তারিখে আশূরার ছিয়াম পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এ ছিয়ামের ফলে মুমিনের বিগত এক বছরের সকল ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবার কথা হাদীছে এসেছে।[38]

উল্লেখ্য যে, ১০ই মুহাররম তারিখে পৃথিবীতে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ন্যায় ৬১ হিজরী সনে হযরত হোসায়েন (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু সেজন্য নফল ছিয়াম পালনের বা কোন অনুষ্ঠান বা দিবস পালনের বিধান ইসলামে নেই। অতএব আশূরার ছিয়াম পালনের নিয়ত হবে ‘নাজাতে মূসার শুকরিয়া’ হিসাবে, ‘শাহাদাতে হোসায়েন-এর শোক’ হিসাবে নয়। এরূপ নিয়ত করলে নেকীর বদলে গোনাহ হবে।

ফুটনোট

[35]. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৬৯ ‘ছওম’ অধ্যায়, ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ-৬।
[36]. মুসলিম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪১, ২০৬৭।
[37]. বায়হাক্বী ৪/২৮৭; মির‘আত ৭/৪৬।
[38]. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪, ‘ছওম’ অধ্যায় ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ-৬।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4408

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন